একটি স্থির দৃশ্যকল্প - ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সংলাপ : পুড়ে যাক সমস্ত তারার আলো
এমনি রাতের কালো
আমাকে ঘিরুক

নায়কের মুখে এমন কাব্যিক সংলাপ শুনে
প্রসাধনহীন মুখে ভ্র কৌচকালো নায়িকা মধুশ্রী

এখনো ছবি গতি পায়নি, মন্থর হয়ে পড়েছে ফ্রেম
ঝিলের ওপাশে ট্রেন লাইন
একটি মালগাড়ি আসতে আসতে সিগন্যাল না পেয়ে
মাঝ পথে দাঁড়িয়ে গেল
এরপর কী ঘটতে চলেছে তা জানতে কৌতুহলী দর্শক
সারিবদ্ধ কামরার দিকে তাকিয়ে

গার্ড ভেঙে পায়চারি করছে প্লাটফর্মে
সিটি দিয়ে সিগন্যাল চাইছে ড্রাইভার

সময় বয়ে যেতে থাকে, থেমে থাকে ঘড়ি

নায়ক-নায়িকা কয়েকটি গাছ, একটি বাদামি চাঁদ
বিলের অপার জলরাশি
সব কিছু থেমে আছে

অন্ধকারে দিশাহীন উড়ে চলেছে জোনাকি
কবে এই দীর্ঘ মালগাড়ি অন্ধকারে
ভয়াল সরীসৃপের মত চলতে শুরু করবে
কেউ জানে না- না পরিচালক, না দর্শক

সংলাপ ও প্রলাপের ভিতর দিয়ে
একটি ট্রেন শুধু ছুটে যাবে ভবিষ্যৎ সময়ের দিকে
সেই দিকে তাকিয়ে
দর্শক অপেক্ষা করছে একটি অতর্কিত ঘটনার জন্য

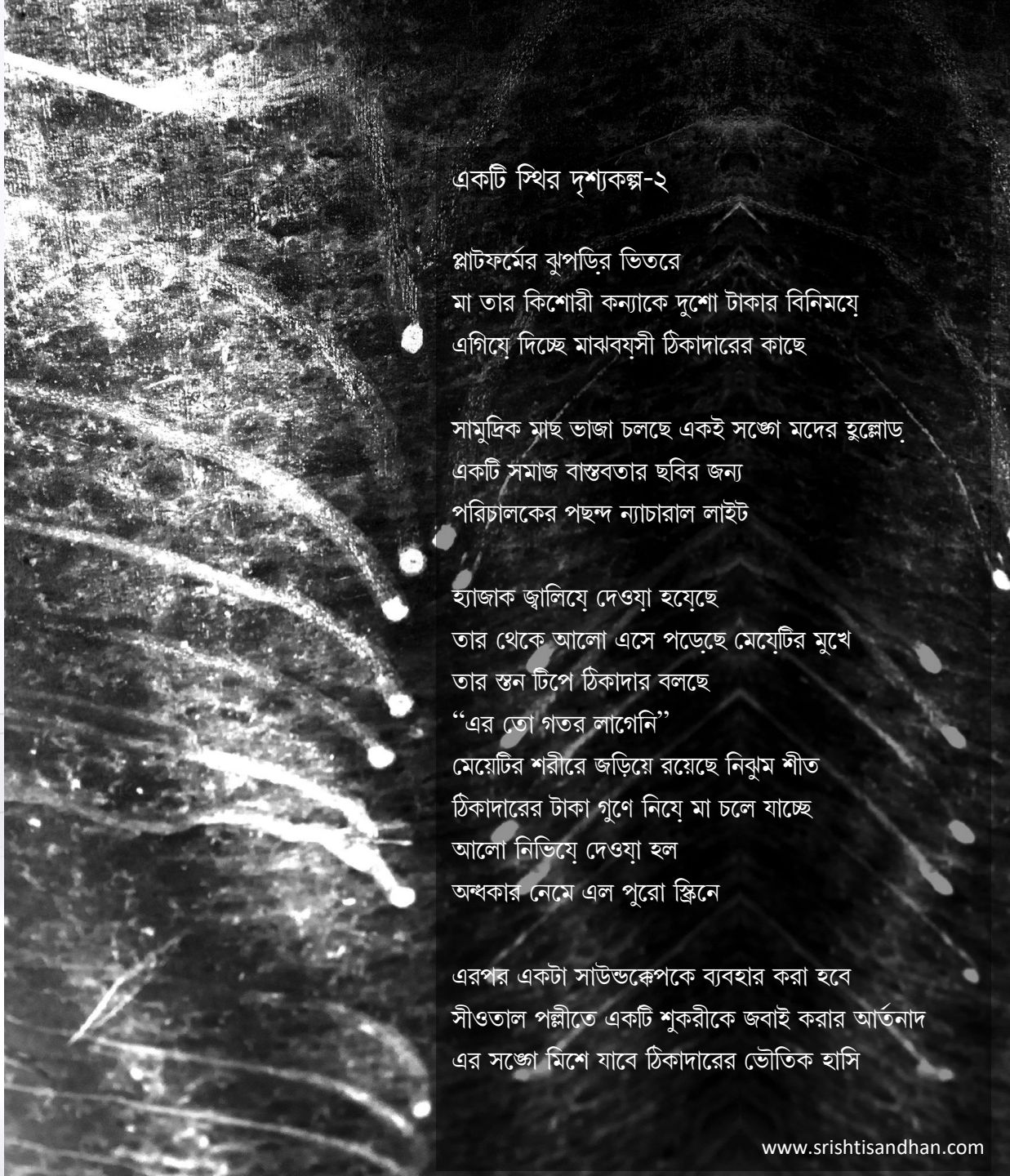

একটি স্থির দৃশ্যকল্প-২

প্লাটফর্মের ঝুপড়ির ভিতরে
মা তার কিশোরী কন্যাকে দুশো টাকার বিনিময়ে
এগিয়ে দিচ্ছে মাঝবয়সী ঠিকাদারের কাছে

সামুদ্রিক মাছ ভাজা চলছে একই সঙ্গে মদের হুল্লোড়
একটি সমাজ বাস্তবতার ছবির জন্য
পরিচালকের পছন্দ ন্যাচারাল লাইট

হ্যাজাক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে
তার থেকে আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে
তার স্তন টিপে ঠিকাদার বলছে
"এর তো গতর লাগেনি"
মেয়েটির শরীরে জড়িয়ে রয়েছে নিঝুম শীত
ঠিকাদারের টাকা গুণে নিয়ে মা চলে যাচ্ছে
আলো নিভিয়ে দেওয়া হল
অন্ধকার নেমে এল পুরো স্ক্রিনে

এরপর একটা সাউন্ডস্কেপকে ব্যবহার করা হবে
সাঁওতাল পল্লীতে একটি শুকরীকে জবাই করার আর্তনাদ
এর সঙ্গে মিশে যাবে ঠিকাদারের ভৌতিক হাসি